

এইচ এস সি বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যায় ৯: শব্দ, শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দের শুদ্ধরূপ, বাক্য শুদ্ধিকরণ ও অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ

প্রশ্ন : শব্দ কাকে বলে? উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? আলোচনা করো।

অথবা, উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।
[ঢা. ০৩, ০৯, ১২; ব. ০৬, ০৯; য. ০৫, ০৭; রা. ১৭, ০৭, ০২, ১২, ১৪, সি. ০৯, কু. ৯৩, ১০; দি. ১০]

উত্তর : কিছু ধনি উচ্চারিত হয়ে বা বর্ণ একত্রে বসে যদি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। শব্দই বাক্যের প্রাণ।

যেমন : চাঁদ, সূর্য, ফুল, পাখি, নদী, নক্ষত্র ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে : “অর্থবোধক ধনি বা ধনিসমষ্টিতে শব্দ বলে।”

অপরদিকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : “অর্থবোধক ধনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নর-নারীর কাছে যে ধনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধনিই হচ্ছে সেই সমাজের নর-নারীর ভাষার শব্দ।

উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. তৎসম শব্দ ২. অর্ধ-তৎসম শব্দ ৩. তদ্ভব শব্দ ৪. দেশি শব্দ এবং ৫. বিদেশি শব্দ

তৎসম শব্দ : যে শব্দ সংস্কৃত শব্দ থেকে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে তাকে তৎসম শব্দ বলে। “তৎ” অর্থ তার, “সম” অর্থ সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেমন : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত শব্দ থেকে সামান্য বিকৃত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে।

যেমন : নিয়ন্ত্রণ > নেমন্ত্রণ, জ্যোৎস্না > জোছনা, প্রণাম > পেন্নাম, তৃষ্ণা > তেষ্টা ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ : বাংলা শব্দভান্ডারের আদি সম্পদ তদ্ভব শব্দ। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় যেসব শব্দ স্থান করে নিয়েছে তাকে ‘তদ্ভব শব্দ’ বলে।

যেমন :

চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ হস্ত > হস্ত > হাত কর্ণ > কর্ণ > কাজ অদ্য > অজ্ঞ > আজ

দেশি শব্দ : যেসব শব্দ অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে, সভ্যতার বিকাশে যা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয় নি তাকে ‘বাংলা শব্দ’ বা ‘দেশি শব্দ’ বলে।

যেমন : টেঁকি, কুলো, ঝাঁটা, ডাব, ডাগর, ডিঙা ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক মানুষের বহু শব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে ‘বিদেশি শব্দ’ বলে।

যেমন : কলম, পেন্সিল, স্কুল, কলেজ, বাদশাহ, বেগম ইত্যাদি।

প্রশ্ন : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ১২, ১৫, ০৫, ১০; রা. ১৩, ০৫, ০৮, ১১; ব. ০৩, ০৫, ০৭, ১২, ১৪; য. ০৩, ০৬, ১১; সি. ০৫, ০৭, ১০, ১২; দি. ১১]
অথবা, অর্থ অনুযায়ী শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কু. ১১, ১২, ১৪, ৫. ১১]

অথবা, যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ১৪]

উত্তর : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ় বা নৃঢ় শব্দ এবং ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

যৌগিক শব্দ : যেসব শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয় তাকে 'যৌগিক শব্দ' বলে। মূলত যৌগিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন।

যেমন : গায়ক = গৈ + গক (অক) = গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য = যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা = বাবুর মতো ভাব।

রূঢ় শব্দ : প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ প্রদান করলে তাকে 'রূঢ় বা 'রূঢ়ি শব্দ' বলে।

যেমন- হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ হস্ত আছে যার, কিন্তু 'হস্তী' বলতে একটি পশুকে বোঝায়।

গবেষণা = গো + এষণা, অর্থ গরু খোঁজা কিন্তু গবেষণা বলতে ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনাকে বোঝায়।

যোগরূঢ় শব্দ : সমাস নিষ্কান্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের 'যোগরূঢ় শব্দ' বলে। যেমন : 'পঙ্কে' জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই 'পঙ্কজ' একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতি বিশেষ'।

প্রশ্ন : গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ০০, চ. ১০, ব. ১০; কু. ০৪; চ. ১৪]

উত্তর : গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না, ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ বলে। মৌলিক শব্দের সাথে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ যুক্ত থাকে না। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন- গোলাপ, লাল, নাক, তিন, হাত ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে 'সাধিত শব্দ' বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন :

চাঁদমুখ = চাঁদের মতো মুখ (সমাসযোগে);

নীলাকাশ = নীল যে আকাশ (সমাসযোগে);

ডুবুরি = ডুব + উরি (প্রত্যয়যোগে);

চলন্ত = চল + অন্ত (প্রত্যয়যোগে);

প্রশাসন = প্র + শাসন (উপসর্গযোগে)।

প্রশ্ন : শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখো।

[ঢা. ০৪, ০৬, ১১; রা. ০০, ০১, ০৪, ০৬; সি. ০১, ০৪, ০৮, ১১; ব. ০৪, ০৮; চ. ০৮, ১১; কু. ১৩]

অথবা, শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করো।

[সি. ০৬]

অথবা, বাংলা শব্দগঠন প্রণালি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

[কু. ১১; ব. ০০]

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? সার্থক শব্দগঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখো।

[কু. ০৬, ০৭; চ. ০৬, ১২; ঢা. ০৯; য. ১০, ১২]

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০১, চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ১০, ১২; সি. ১৪]

অথবা, শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[সি. ১১; ব. ১১]

উত্তর : শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য নানাভাবে তার রূপান্তর সাধন করে, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়াকে 'শব্দগঠন' বলে। সম্বন্ধ, সমাস, উপসর্গ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, পদ পরিবর্তন, শব্দ দ্বৈত প্রভৃতি উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয়।

সম্বন্ধের মাধ্যমে : পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তা-ই সম্বন্ধ। ফলে সম্বন্ধের মাধ্যমে সম্বন্ধজাত শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : অন্য + অন্য = অন্যান্য অতি + ইত = অতীত।

সমাসের মাধ্যমে : পরস্পর অর্থসজ্জাতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হয়ে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন; রাজার পুত্র = রাজপুত্র এবং প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়।

প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : ধাতু বা ক্রিয়ামূল কিংবা শব্দে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই

√চল + আ = চলা; √চল + অন্ত = চলন্ত।

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন : বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ (উপসর্গ) শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন : উপ + হার = উপহার; আ + হার = আহার; বি + হার = বিহার; প্র + হার = প্রহার।

দ্বিব্যুত্তির সাহায্যে শব্দ গঠন : শব্দ বা পদের পরপর দু'বার প্রয়োগের মাধ্যমেও নতুন শব্দ গঠিত হয়।

যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। রকম-সকম ভালো দেখি না। রাশি-রাশি ধান।

পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দ গঠন : কিছু কিছু শব্দ বা পদ পরিবর্তন হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

যেমন : বিশেষ্য	বিশেষণ
দিন	দৈনিক
সুন্দর	সৌন্দর্য
মানুষ	মানবিক

প্রশ্ন : আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো।

[সি. ১৭, রা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন— আরে, তুমি আবার কখন এলে! উঃ, ছেলোটর কী কষ্ট!

নিচে আবেগ শব্দের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো—

- ক. **সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ** : যেসব শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে সিদ্ধান্তবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন— উহু, ওটা ধরবে না। বেশ, তোমার কথাই মানলাম।
- খ. **প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ** : যেসব শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে সেসব শব্দকে প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন—শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছে। বাঃ! তোমার জামাটা ভারি সুন্দর।
- গ. **বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ** : অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব যেসব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে বিরক্তিবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন— ছিঃ! এমন কাজটা তুমি করতে পারলে। কী অসহ্য, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব।
- ঘ. **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ** : যেসব শব্দ দ্বারা আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন— উঃ কী যে যন্ত্রণা। ও মা! কী অশ্বকার।
- ঙ. **বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ** : এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন— আরে তুমি তাহলে এসেই পড়েছ। তাই! ও ফিরে এসেছে?
- চ. **করুণাবাচক আবেগ শব্দ** : যেসব শব্দ দ্বারা করুণা বা সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে করুণাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন— আহা! ছেলোটর মা-বাবা কেউ নেই। হায়। হায়। এখন সে যাবে কোথায়!
- ছ. **সম্মোদনবাচক আবেগ শব্দ** : এ ধরনের আবেগ শব্দ সম্মোদন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন— হে মহান, তোমাকে অভিবাদন। ওরে, যাস্নে।
- জ. **আলংকারিক আবেগশব্দ** : যেসব আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দকে বলা হয় আলংকারিক আবেগ শব্দ। যেমন—মা গো মা! এমন রসিকতাও কেউ করে। দূর পাগল! এসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

প্রশ্ন : যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

[কু. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ একটি বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য বা বাক্যাংশের কিংবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন—আমি গান গাইব আর তুমি নাচবে।

অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজক শব্দ পাঁচ প্রকার। এগুলো নিম্নরূপ—

- ক. সাধারণ যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করা যায় তাকে সাধারণ যোজক বলে। যেমন— আমি ও আমার বাবা বাজারে এসেছি।
- খ. বৈকল্পিক যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে বিকল্প বোঝায় তাকে বৈকল্পিক যোজক বলে। যেমন— তুমি বা তোমার বন্ধু যে কেউ এলেই হবে।
- গ. বিরোধমূলক যোজক : এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটির বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন—আমি চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি।
- ঘ. কারণবাচক যোজক : এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন— আমি যাইনি, কারণ তুমি দাওয়াত দাওনি।
- ঙ. সাপেক্ষ যোজক : পরস্পর নির্ভরশীল যে যোজকগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ যোজক বলে। যেমন—যদি টাকা দাও তবে কাজ হবে।

প্রশ্ন : বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

[টা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—বাগানে ফুল ফুটেছে। ক্রিয়ার নানা রকম শ্রেণিবিভাগ হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ—

- ক. ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :
 ১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন— ছেলেটা বল খেলছে।
 ২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন— বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।
- খ. কর্মপদ সংক্রান্ত ভূমিকা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :
 ১. সক্রমক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া কর্মপদযুক্ত তাকে সক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন— লোকটি গান শুনছে।
 ২. অক্রমক ক্রিয়া : বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোনো কর্ম গ্রহণ করে না তাকে অক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন—সজীব খেলছে।
 ৩. দ্বিক্রমক ক্রিয়া : বাক্যস্থিত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন—আমি হাতাকে একটি ফুল দিয়েছি।
 ৪. প্রযোজক ক্রিয়া : কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো বোঝায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন—শিক্ষক ছাত্রকে অংক দেখাচ্ছেন।
- গ. গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :
 ১. যৌগিক ক্রিয়া : এ ধরনের ক্রিয়া একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত হয় এবং সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—এসে বসা, খেয়ে যাওয়া, দৌড়াতে থাকা ইত্যাদি।
 ২. সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন—নাচ করা, মশা মারা ইত্যাদি।
- ঘ. অস্তিত্ব-নেতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :
 ১. অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিত্ববাচক বা ইয়া-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া বলে। যেমন—আমি খাব।
 ২. নেতিবাচক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন—আমি খাইনি।

বাক্য শুদ্ধিকরণ

বোর্ড প্রশ্নোত্তর : (২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

অশুদ্ধ : পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	শুদ্ধ : পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়।	[চ. ০১৭, ৩]
অশুদ্ধ : গীতাঞ্জলী পড়েছ কি?	শুদ্ধ : 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কি?	[চ. ০৫]
অশুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস হয়েছে?	শুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস পেয়েছে?	[ব. ০৩]
অশুদ্ধ : এ কথা প্রমাণ হয়েছে।	শুদ্ধ : এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।	[রা. ০৬; চ. ১০]
অশুদ্ধ : আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।	শুদ্ধ : আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।	
অশুদ্ধ : তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	শুদ্ধ : তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।	[চ. ০৫]
অশুদ্ধ : অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	শুদ্ধ : অল্প দিনের মধ্যে তিনি আত্মোপাধি লাভ করলেন।	[সি. ১৭, ০৩]
অশুদ্ধ : তিনি সম্মতিক বেড়াতে গেছেন।	শুদ্ধ : তিনি সম্মতিক বেড়াতে গেছেন।	[চ. ০৫]
অশুদ্ধ : ইহার আবশ্যক নাই।	শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।	[চ. ০৩; ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।	[চ. ০৫]
অশুদ্ধ : সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।	শুদ্ধ : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।	[সি. ০৮]
অশুদ্ধ : আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।	শুদ্ধ : এ কাজে আমার সহযোগিতা নেই।	[সি. ০৮]
অশুদ্ধ : দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	শুদ্ধ : দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।	[চ. ০৫, সি. ১৭]
অশুদ্ধ : এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	শুদ্ধ : এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।	[ব. ০১]
অশুদ্ধ : তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	শুদ্ধ : তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।	[ব. ০২]
অশুদ্ধ : উপরোক্ত বাক্যটি শূন্য নয়।	শুদ্ধ : উপর্যুক্ত বাক্যটি শূন্য নয়।	[ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।	শুদ্ধ : তাহার শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র।	[ঢা. ০২]
অশুদ্ধ : তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	শুদ্ধ : তারা বাড়ি যাচ্ছে।	
অশুদ্ধ : অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	শুদ্ধ : অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	[কু. '০৩]
অশুদ্ধ : অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।	শুদ্ধ : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।	[য. ১৭.সি. ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : অন্নাতাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	শুদ্ধ : অন্নাতাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।	[ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : অতিলোভে তাতী নষ্ট।	শুদ্ধ : অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।	[ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : অতিশয় দুঃখিত হলাম।	শুদ্ধ : খুব দুঃখ পেলাম/অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।	[ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হলাম।	শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।	[ঢা. ০৩]
অশুদ্ধ : গীতাঞ্জলী একখানা কাব্যগ্রন্থ।	শুদ্ধ : "গীতাঞ্জলি" একখানা কাব্যগ্রন্থ।	[চ. ০৩]
অশুদ্ধ : পরোপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।	শুদ্ধ : পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।	[সি. ০৩]
অশুদ্ধ : বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।	শুদ্ধ : বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়।	
অশুদ্ধ : বিদ্যাকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	শুদ্ধ : বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	[সি. ০৩]
অশুদ্ধ : মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	শুদ্ধ : মেয়েটি বিদূষী কিন্তু ঝগড়াটে।	[সি. ০৩]
অশুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	শুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।	[সি. ০৩]
অশুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।	[সি. ০৩]
অশুদ্ধ : মাদকাসক্তি ভালো নয়।	শুদ্ধ : মাদকাসক্তি ভালো নয়।	[কু. ১৭, ০০]
অশুদ্ধ : সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	শুদ্ধ : সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	[চ. ০৩]
অশুদ্ধ : তুমিই টাকাটি আত্মসাৎ করেছ।	শুদ্ধ : তুমিই টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছ।	[সি. ০৩]

অশুন্দ্য : বাংলাদেশে একটি উন্নতশীল দেশ।	শুন্দ্য : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। [চ. ১৭, ০০; রা. ০৪; কু. ১৭, ০০]
অশুন্দ্য : অন্যায়েয় ফল দুর্নিবার্য।	শুন্দ্য : অন্যায়েয় প্রতিফল অনিবার্য। [কু. ০০]
অশুন্দ্য : সে অপমান হইয়াছে।	শুন্দ্য : সে অপমানিত হইয়াছে। [রা. ০৪; কু. ০০, ০৫]
অশুন্দ্য : উৎপন্ন বৃষ্টির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	শুন্দ্য : উৎপাদন বৃষ্টির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুন্দ্য : কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?	শুন্দ্য : কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন? [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুন্দ্য : আমার আর বাঁচিবার শ্রাদ নাই।	শুন্দ্য : আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুন্দ্য : একের লাঠি দশের বোঝা।	শুন্দ্য : দশের লাঠি একের বোঝা। [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুন্দ্য : সব মাছগুলোর দাম কত?	শুন্দ্য : সব মাছের দাম কত? [রা. ০৪; কু. ০৫]
অশুন্দ্য : কালিদাস খ্যাতমান কবি।	শুন্দ্য : কালিদাস খ্যাতিমান কবি। [কু. ০৫]
অশুন্দ্য : তাহাকে এখান থেকে যাইতে হইবে।	শুন্দ্য : তাকে এখান থেকে যেতে হবে। [চ. ১৭, কু. ০৫]
অশুন্দ্য : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	শুন্দ্য : বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [চ. ১৭, ০৫; কু. ০৮]
অশুন্দ্য : বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।	শুন্দ্য : বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেয়। [চা. ১৭, চ. ০৫]
অশুন্দ্য : সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	শুন্দ্য : সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী। [সি. ০৩, চ. ০৫]
অশুন্দ্য : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা উচিত নয়।	শুন্দ্য : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য উচিত নয়। [চ. ০৫]
অশুন্দ্য : এটি লজ্জাকর ব্যাপার।	শুন্দ্য : এটা লজ্জাকর ব্যাপার। [চা. ১৭, দি. ১৭, চ. ০৫, ০৮]
অশুন্দ্য : অশুভলে বুক ভেসে গেল।	শুন্দ্য : অশুভে বুক ভেসে গেল। [দি. ১৭, চা. ১৭, রা. ০৬]
অশুন্দ্য : তাহার সৌজন্যে মূগ্ধ হয়েছি।	শুন্দ্য : তার সৌজন্যে মূগ্ধ হয়েছি। [রা. ০৬]
অশুন্দ্য : সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	শুন্দ্য : সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন। [রা. ০৬]
অশুন্দ্য : তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই।	শুন্দ্য : তাহার লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই। [রা. ০৬]
অশুন্দ্য : এক অগ্রহায়ণে স্নীত যায় না।	শুন্দ্য : এক মাসে স্নীত যায় না। [দি. ১৭, রা. ০৬]
অশুন্দ্য : মহারাজা সভ্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।	শুন্দ্য : মহারাজা সভ্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। [রা. ০৬]
অশুন্দ্য : আমি এই ঘটনা চাফুর প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	শুন্দ্য : আমি এই ঘটনা দেখিয়াছি। [চ. ১৭, সি. ০৩; রা. ০৬]
অশুন্দ্য : দশচক্রে ইশ্বর ভূত।	শুন্দ্য : দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. কু. ০৮]
অশুন্দ্য : নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।	শুন্দ্য : নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : কথাটি সঠিক নয়।	শুন্দ্য : কথাটি ঠিক নয়। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	শুন্দ্য : রবীন্দ্রনাথ বড় কবি ছিলেন। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : সূর্য উদয় হয়েছে।	শুন্দ্য : সূর্য উদিত হয়েছে/সূর্যের উদয় হয়েছে। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	শুন্দ্য : আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল।	শুন্দ্য : গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল। [চ. ০৮]
অশুন্দ্য : আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	শুন্দ্য : আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন। [চ. কু. ০]
অশুন্দ্য : সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	শুন্দ্য : সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়। [কু. ০৮]
অশুন্দ্য : আমি অপমান হয়েছি।	শুন্দ্য : আমি অপমানিত হয়েছি। [কু. ০৮]
অশুন্দ্য : উপর্যুক্ত বাক্যটি শূন্য নয়।	শুন্দ্য : উপর্যুক্ত বাক্যটি শূন্য নয়। [কু. ১৭]
অশুন্দ্য : তিনি সমস্তক দাকায় থাকেন।	শুন্দ্য : তিনি সমস্তক ঢাকায় থাকেন। [কু. ০৮]
অশুন্দ্য : শূন্য/মাত্র এই কটা টাকা দিলে?	শুন্দ্য : শূন্য/মাত্র এই কটা টাকা দিলে? [কু. ০৮]
অশুন্দ্য : অপমানিত হবার ভয় নেই।	শুন্দ্য : অপমানিত হবার ভয় নেই। [দি. ১৭, চ ১০]
অশুন্দ্য : তারা একত্র গমন করল।	শুন্দ্য : তারা একত্র গমন করল। [চ. ১০]
অশুন্দ্য : পরবর্তীতে আগুনি এলো ভালো হবে।	শুন্দ্য : পরবর্তী কালে আগুনি এলো ভালো হবে। [চ. বে ১০]
অশুন্দ্য : বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	শুন্দ্য : বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ। [চ. ১০]
অশুন্দ্য : আগুনি স্বপরিবারে আশ্রিত।	শুন্দ্য : আগুনি, স্বপরিবারে আশ্রিত। [চ. ১০]

অশুন্ধ :	তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যাংক আমি আর দেখিনি।	[চ. ০৮]
শুন্ধ :	তোমার মত বুদ্ধিমতী ব্যাংক আমি আর দেখিনি।	চ. ০৩]
অশুন্ধ :	সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র ঘোড়াগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।	
শুন্ধ :	সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগুলো বায়ুবেগে ধাবমান হইল।	
অশুন্ধ :	কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	
শুন্ধ :	কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।	
অশুন্ধ :	দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।	[চ. ১০]
শুন্ধ :	দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশ জন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।	
অশুন্ধ :	গতকালের সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।	[চ. ১০]
শুন্ধ :	গতকালের সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।	[চ. ১০]
অশুন্ধ :	কারো দৈন্যতা নিয়ে উপহার কোরো না।	শুন্ধ : কারো দৈন্য/দীনতা নিয়ে উপহাস কোরো না।
		[তা. '১৬]
অশুন্ধ :	আমি অহর্নিশ সে কথাই ভেবেছি।	শুন্ধ : আমি অহর্নিশ সে কথাই ভেবেছি। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	শুধুমাত্র টাকার জোরে সব কিছু হয় না।	শুন্ধ : শুধু টাকার জোরে সব কিছু হয় না। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	তার দু'চোখে অশ্রুজলে ভেসে গেল।	শুন্ধ : তার দু'চোখ জলে ভেসে গেল। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না।	শুন্ধ : এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।	শুন্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।	শুন্ধ : আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব। [স. ১৬, ক. ১৭, ঘ. ১৭]
অশুন্ধ :	বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী একালেও বিরল।	শুন্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো বিদূষী নারী একালেও বিরল। [তা. '১৬]
অশুন্ধ :	তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।	শুন্ধ : তিনি সপরিবার/সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
		[কু. '১৬]
অশুন্ধ :	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	শুন্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন। [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	আগত শনিবারে তারা যাবে।	শুন্ধ : আগামি শনিবারে তারা যাবে। [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	শুন্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	বর্তমানে ঝাঁটি গরুর দুধ পাওয়া মুশকিল।	শুন্ধ : বর্তমানে গরুর ঝাঁটি দুধ পাওয়া মুশকিল। [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে।	শুন্ধ : শুধু সেই পারবে এ কাজটি করতে। [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।	শুন্ধ : অন্যান্য বিষয়ের/অন্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে। - [কু. '১৬]
অশুন্ধ :	দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়।	শুন্ধ : দৈন্য/দীনতা সবসময় ভালো নয়। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।	শুন্ধ : ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	চোখে হলুদ ফুল দেখছি।	শুন্ধ : চোখে সরষে ফুল দেখছি। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার	শুন্ধ : তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাক্তার! [কু. ১২, চ. ১৭, ঘ. ১৭]
অশুন্ধ :	দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেননি।	শুন্ধ : দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেননি। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।	শুন্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।	শুন্ধ : সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল। [য. '১৬]
অশুন্ধ :	বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।	শুন্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল/উন্নয়নশীল দেশ।
		[য. '১৬; দি. '১৬]
অশুন্ধ :	বিড়ি গরু-ছাগলের হাট।	শুন্ধ : গরু-ছাগলের বিরাট হাট। [য. '১৬]

অশুম্ভ : আসছে আগামীকাল কলেজ কন্স থাকবে।
 অশুম্ভ : মেয়েটি বিদ্যায় কিছু ঝগড়াটে।
 অশুম্ভ : উৎপন্ন বৃক্ষের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

অশুম্ভ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
 অশুম্ভ : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

অশুম্ভ : আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।

অশুম্ভ : প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।
 অশুম্ভ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।

অশুম্ভ : এখানে ষাঁট গরুর দুধ পাওয়া যায়।
 অশুম্ভ : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।

অশুম্ভ : তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
 অশুম্ভ : সকল ছাত্ররা উপস্থিত আছে।
 অশুম্ভ : কলেজ চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
 অশুম্ভ : ছেলেটি ভয়ংকর মেধাবী।
 অশুম্ভ : আকর্ষণীয় ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
 অশুম্ভ : এ কথা প্রমাণ হয়েছে।

অশুম্ভ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
 অশুম্ভ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
 অশুম্ভ : অন্যান্যের প্রতিফল দুনিবার্য।
 অশুম্ভ : বাজারে ষাঁট গরুর দুধ দুর্লভ।
 অশুম্ভ : গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
 অশুম্ভ : নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎসাহ
 করছে।
 অশুম্ভ : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
 অশুম্ভ : সাবধান পূর্বক চলবে।
 অশুম্ভ : বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ
 কোটি।
 অশুম্ভ : অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।

শুম্ভ : আগামীকাল কলেজ কন্স থাকবে। [রা. '১৬]
 শুম্ভ : মেয়েটি বিদ্যায় কিছু ঝগড়াটে। [রা. '১৬]
 শুম্ভ : উৎপাদন বৃক্ষের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
 [রা. '১৬]

শুম্ভ : দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. কু. '১৬; রা. '১৬]
 শুম্ভ : বৃক্ষটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
 [কু. '০৮; রা. '১৬]

শুম্ভ : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।/চাক্ষুষ দেখেছি।
 [রা. '১৬]

শুম্ভ : প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [রা. '১৭]
 শুম্ভ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল/উন্নতিশীল দেশ।
 [রা. '১৬]

শুম্ভ : এখানে গরুর ষাঁট দুধ পাওয়া যায়। [সি. '১৬]
 শুম্ভ : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত।
 [সি. '১৬]

শুম্ভ : তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। [ব. '১৭, সি. '১৬]
 শুম্ভ : সকল ছাত্র উপস্থিত আছে। [ঢা. '১৭, সি. '১৬]
 শুম্ভ : কলেজ চলাকালে হর্ন বাজানো নিষেধ। [সি. '১৬]
 শুম্ভ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। [সি. '১৬]
 শুম্ভ : আকর্ষণীয় ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। [সি. '১৬]
 শুম্ভ : এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। [সি. '১৬]

শুম্ভ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : দশচক্রে ভগবান ভূত। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : অন্যান্যের প্রতিফল অনিবার্য। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : বাজারে গরুর ষাঁট দুধ দুর্লভ। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : গাছটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : নতুন নতুন ছেলে/নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড়
 উৎসাহ করছে। [চ. '১৬]
 শুম্ভ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। [ব. '১৭]
 শুম্ভ : সাবধানে চলবে। [ব. '১৭]
 শুম্ভ : বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
 [চ. '১৬]

শুম্ভ : অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

অশুন্ধ্য : সকল ছাত্রছাত্রীগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল।	শুন্ধ্য : সকল ছাত্রছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত ছিল। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : ইহার আবশ্যক নাই।	শুন্ধ্য : ইহার আবশ্যকতা নাই। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : একের বোঝা, দশের লাঠি।	শুন্ধ্য : দশের লাঠি, একের বোঝা। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	শুন্ধ্য : আপনি সপরিবার/সপরিবারে আমন্ত্রিত। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।	শুন্ধ্য : শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : দারিদ্র্যতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।	শুন্ধ্য : দারিদ্র্যকে/দরিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।	শুন্ধ্য : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় উপস্থিত ছিল। [ব. '১৬]
অশুন্ধ্য : বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ংকর প্রতিভা ছিল।	শুন্ধ্য : বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য/অসাধারণ প্রতিভা ছিল। [দি. '১৬; '১৭]
অশুন্ধ্য : দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	শুন্ধ্য : দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়। [দি. '১৬, '১৭]
অশুন্ধ্য : সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল।	শুন্ধ্য : সকল লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। [দি. '১৬]
অশুন্ধ্য : অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	শুন্ধ্য : অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে। [দি. '১৬]
অশুন্ধ্য : এক অগ্রহায়নে শীত যায় না।	শুন্ধ্য : এক মাঘে শীত যায় না। [দি. '১৬]
অশুন্ধ্য : নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।	শুন্ধ্য : নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে। [দি. '১৬]
অশুন্ধ্য : নজরুল সাহেব স্বপরিবার বেড়াতে গেলেন।	শুন্ধ্য : নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।	শুন্ধ্য : দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল সংবরণ করতে পারলো না। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।	শুন্ধ্য : এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।	শুন্ধ্য : পরীক্ষা চলাকালে সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।	শুন্ধ্য : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।	শুন্ধ্য : আমরা তার বিদেহ আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। [সি. ১৭]
অশুন্ধ্য : চোরে চোরেন চাচাতো ভাই।	শুন্ধ্য : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। [চ. ১৭]
অশুন্ধ্য : এখানে প্রবেশ নিষেধ।	শুন্ধ্য : এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। [চ. ১৭]
অশুন্ধ্য : তাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	শুন্ধ্য : তাকে এখান থেকে যেতে হবে। [চ. ১৭]

অশুম্ভ : আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।

অশুম্ভ : সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

অশুম্ভ : নিরোগ লোক আসলে সুখী।

অশুম্ভ : কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।

অশুম্ভ : শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।

অশুম্ভ : বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

অশুম্ভ : হুঁসিতা বুদ্ধিমান মেয়ে।

অশুম্ভ : তার পানিতে সমাধি হয়েছে।

অশুম্ভ : সময় বড় সংক্ষেপ।

অশুম্ভ : তাকে বাড়ি যাইতে দাও।

অশুম্ভ : গীতাজ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।

অশুম্ভ : আমার টাকার আবশ্যক নাই।

অশুম্ভ : ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।

অশুম্ভ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষি দিয়েছে।

অশুম্ভ : সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।

অশুম্ভ : ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।

অশুম্ভ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।

অশুম্ভ : এবরা প্রমাণ হয়েছে।

অশুম্ভ : আমি সাক্ষী দিব না।

অশুম্ভ : তিনি আরোগ্য হয়েছেন।

অশুম্ভ : কালীদাস বিখ্যাত কবি।

শুম্ভ : সে, তুমি ও আমি বাগানে যাব। [চ. ১৭]

শুম্ভ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

[কু. ১৭]

শুম্ভ : নিরোগ লোক আসলে সুখী। [কু. ১৭]

শুম্ভ : কৃষ্ণিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন। [কু. ১৭]

শুম্ভ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। [কু. ১৭]

শুম্ভ : বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। [রা. ১৭]

শুম্ভ : হুঁসিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। [রা. ১৭]

শুম্ভ : তার সলিল সমাধি হয়েছে। [রা. ১৭]

শুম্ভ : সময় বড় সংক্ষিপ্ত। [রা. ১৭]

শুম্ভ : তাকে বাড়ি যেতে দাও। [রা. ১৭]

শুম্ভ : গীতাজ্জলি একটি কাব্যগ্রন্থ। [রা. ১৭]

শুম্ভ : আমার টাকার আবশ্যকতা নাই। [তা. ১৭]

শুম্ভ : ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল। [তা. ১৭]

শুম্ভ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে। [তা. ১৭]

শুম্ভ : সব পাখি নীড় বাঁধে না। [দি. ১৭]

শুম্ভ : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। [দি. ১৭]

শুম্ভ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। [দি. ১৭]

শুম্ভ : একথা প্রমাণিত হয়েছে। [য. ১৭, বরি. ১৭]

শুম্ভ : আমি সাক্ষ্য দিব না। [য. ১৭]

শুম্ভ : তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন। [য. ১৭]

শুম্ভ : কালিদাস বিখ্যাত কবি। [য. ১৭]

যে কোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ :

[সকল বো. ১৮]

অতচ্ছ : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সে ভাষণ দেবেন।

অতচ্ছ : প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম।

অতচ্ছ : তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অতচ্ছ : সুশিক্ষায় কোনো বিকল্প নেই।

অতচ্ছ : এতে গৌরব লোপ হয়েছে।

অতচ্ছ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।

অতচ্ছ : সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অতচ্ছ : পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।

তচ্ছ : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সে ভাষণ দেবেন।

তচ্ছ : প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই চোখের জলে বিদায় দিলাম।

তচ্ছ : তারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

তচ্ছ : শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

তচ্ছ : এতে গৌরব লুপ্ত হয়েছে।

তচ্ছ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তচ্ছ : সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তচ্ছ : আপনি আবার আসবেন।

অনুচ্ছেদগুলোর অপপ্রয়োগ

নিচের অনুচ্ছেদগুলোর অপপ্রয়োগগুলো শূন্য করো :

১. দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃষ্ণতা সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও। [ঢা. ১৬]

উত্তর : দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃষ্ণতা সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও।

২. দিনবন্ধুর মেয়ে দময়ন্তী উরোজাহায আবিষ্কারকের নাম পরিষ্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারা'ইল। দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে, তার মধ্যে রতীশ সবচেয়ে ভালো। গতকালের সভায় সকল শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিল। আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

উত্তর : দিনবন্ধুর মেয়ে দময়ন্তী উরোজাহায আবিষ্কারকের নাম পরিষ্কারভাবে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারাল। দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে রতীশ সবচেয়ে ভালো। গতকালের সভায় সব শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

৩. নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে। [কু. ১৬]

উত্তর : নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলার সময়েও সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিতবোধ করে সে। নিজের দীনতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

৪. কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এটা গ্রহণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের অপ্রয়োজনীয়তা হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যায়ে এই শিক্ষা অর্জন সম্ভব। কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। এই শিক্ষা স্কুল-কলেজের ছেলে হইতে শুরু করে প্রৌঢ় ব্যক্তি পর্যন্ত লইতে পারেন এবং এই শিক্ষা নারী পুরুষ যে কেউ লইতে পারেন।

উত্তর : কর্মমুখী শিক্ষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অত ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত অর্থ ব্যায়ে এ শিক্ষা অর্জন সম্ভব। কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে বয়সের কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই। এ শিক্ষা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রৌঢ় পর্যন্ত নারী-পুরুষ যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন।

৫. এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বলেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিলে কি করে? মুহূর্ত, মনীষি, দল, বেবধান, নুপুর, বাণিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হবে না। [রা. ১৬]

উত্তর : এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বলেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিলে কি করে? মুহূর্ত, মনীষী, দল, ব্যবধান, নুপুর, বাণিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রাখিও এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হইবে না।

৬. আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। বানান শূন্য করে লেখার জন্য তাহারা ত সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। [চ. ১৬]
উত্তর : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শূন্য করে লেখার জন্য তারা সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৭. করিম একজন বিদ্যান ব্যক্তি। তার অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তার দারিদ্রতার কারণ। এজন্য প্রায়ই সে দুর্নীতি করে। ফলে প্রতিনিয়ত সে মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভোগে।
উত্তর : করিম একজন বিদ্যান ব্যক্তি। তার আর্থিক দুরবস্থা তার দারিদ্রতার/দারিদ্র্যের কারণ। এজন্য প্রায়ই সে দুর্নীতি করে। ফলে প্রতিনিয়ত সে মানসিক দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব ভোগে।
৮. অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরিয়া ধরেছে। আকর্ষণ পর্যন্ত আজ আমরা ভুলের সাগরে ডুবে আছি। সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকেই একসাথে অগ্রসর হইতে হবে। নচেৎ অশুভল সূনিচ্চিত।
উত্তর : অজ্ঞানতা আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে। আজ আমরা ভুলের সাগরে আকর্ষণ ডুবে আছি। সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে হলে বাংলাভাষী মানুষকে একসাথে অগ্রসর হতে হবে। না হলে চোখের জল সূনিচ্চিত।
৯. নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনতে হবে। তাহলে বৃক্ষতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। [ব. ১৭, য. ১৬]
উত্তর : নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বৃক্ষতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।
১০. আসছে আগামীকাল 'ক' কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে রিপা আচর্ষ হল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্যতা আছে। [সি. ১৬]
উত্তর : আগামীকাল 'ক' কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে রিপা আচর্ষান্বিত হল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।
১১. বিদ্যান অর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমাণ হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হয়। দুরবস্থা আকাজ্জকর অন্তরায়। দৈন্যতা ভাল নয়। [ব. ১৬]
উত্তর : বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগি হতে হয়। দুরবস্থা আকাজ্জকর অন্তরায়। দীনতা ভাল নয়।
১২. আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনযোগী। বানান শূন্যতম করে লিখার ব্যাপারে তাহারা ত সচেষ্টিত নয়ই বরং অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় তাহারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। ভাষার শিক্ষা বহুলাংশে বানানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। অতএব বানানের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [দি. ১৬]
উত্তর : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শূন্য করিয়া লেখার ব্যাপারে তাহারা ত সচেষ্টিত নয়ই বরং অবস্থানদৃষ্টে মনে হয় তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। তাহা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। ভাষা শিক্ষা বহুলাংশে বানানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। অতএব বানানের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
১৩. ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টি দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা-আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি। [চ. ১৭]
উত্তর : ইদানীং ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টি দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নি। ভাষা-আন্দোলন চলাকালে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো ভবিষ্যতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি।

১৪. ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চালাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। [ঢা. ১৭]
- উত্তর : ইদানীং ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।
১৫. কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাকর ব্যাপার; আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উল্লম্বন করবে এটি সঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি বৃক্ষ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরবান্বিত বোধ করলো। [কু. ১৭]
- উত্তর : কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাকর ব্যাপার; আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উঠবে এটা ঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি গাছ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরব বোধ করলো।
১৬. মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুত্বমহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো। [রা. ১৭]
- উত্তর : মহামান্য রাষ্ট্রপতি আগামী কাল রাত ৮ ঘটিকার সময় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমাদের বন্ধুত্বমহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।
১৭. রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্রা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে। [সি. ১৭]
- উত্তর : রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্র নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে তেমনি পড়াশোনায় হচ্ছে অমনোযোগী। তাছাড়া আবশ্যক প্রস্তুতির অভাবে কাক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।
১৮. বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পাঠে মনোযোগি হতে হইবে। দূরবস্থা আকাঙক্ষার অন্তরায়; দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার। [দি. ১৭]
- উত্তর : বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হইবে। দূরবস্থা আকাঙক্ষার অন্তরায়; দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়। এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
১৯. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। [য. ১৭]
- উত্তর : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
২০. ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করেছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই নিই নিভে যাবে।
- উত্তর : ভুলের মধ্যে দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করেছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে।
২১. জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর নৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তিবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। [সকল বো. ১৮]
- উত্তর : জামিল সাহেব সপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর অসৌজন্য আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা বেসুরো গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।